গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭০ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ১৩ - ১৯ এপ্রিল ২০১৮ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

প্রতিবাদী দলিত মানুষদের হত্যার প্রতিবাদ এসইউসিআই (সি)

দলিতদের উপর নির্যাতন বিরোধী এস সি-এসটি (প্রিভেনশান অ্যান্ড অ্যাট্রোসিটিস) আইন লঘু করার বিরুদ্ধে দলিতদের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩ এপ্রিল এক বিবৃতিতে প্রতিবাদী দলিত মানুষদের উপর আক্রমণে ৯ জনের হত্যা এবং কয়েকশত মানুষের আহত হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন।

তিনি অবিলম্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড ও মারাত্মক অত্যাচারের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বার করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান। নিহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানান তিনি। এস সি-এস টি আইন লঘু করা সংক্রান্ত মামলায় সঠিক ভাবে না লড়ার জন্য বিজেপি সরকারের মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। কমরেড প্রভাস ঘোষ এই আইন পূর্বাবস্থায় রাখার দাবি জানিয়েছেন।

বিভিন্ন জেলায় এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা আক্রান্ত-রক্তাক্ত, প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের ডাক

নির্বাচন কমিশন দপ্তরে বিক্ষোভ

দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ৭ এপ্রিল নির্বাচন কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে বলেন,

রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস প্রশাসন ও পুলিশকে ক্রীড়নকে পরিণত করে, সশস্ত্র পেশিশক্তির মাধ্যমে সর্বাত্মক সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে নির্বাচনকে সম্পূর্ণ প্রহসনে পরিণত করছে। হাতে গোনা নগণ্য সংখ্যক বিডিও এবং এসডিও অফিস ছাড়া সারা রাজ্যের সমস্ত বিডিও এবং এসডিও অফিসগুলিকে সশস্ত্র মস্তানবাহিনী দিয়ে ঘিরে রেখে মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দিচ্ছে এবং আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি) সহ সমস্ত বিরোধী দলের নেতা-কর্মী ও প্রার্থীদের উপর নির্বিচারে আক্রমণ চালাচ্ছে। কোচবিহার, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়া জেলায় সর্বাত্মকভাবে এবং পুরুলিয়ার কাশীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ডহারবার, পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া মহকুমায় এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মী ও প্রার্থীদের উপর হামলা করা হয়েছে। এমনকী হলদিয়া এসডিও অফিসে নন্দীগ্রাম জমিরক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা নন্দ

চারের পাতায় দেখুন

কলকাতায় নির্বাচন কমিশন দপ্তরে ৭ এপ্রিল এসইউসিআই (সি)-র বিক্ষোভ

সিপিএম-কংগ্রেস জমানার পরম্পরায় বিরোধী-শূন্য পঞ্চায়েত গড়ার প্রহসনে নেমেছে তৃণমূল। মনোনয়ন পত্র পেশের একেবারে প্রথম দিন থেকেই যে বর্বর সন্ত্রাস তারা চালিয়েছে তা নজিরবিহীন।

তৃণমূল নেত্রী ডাক দিয়েছেন বিরোধী-শূন্য পঞ্চায়েত গড়তে হবে। তাঁর কথাকে লুফে নিয়ে তাঁর দলের নেতারা বিরোধী-শূন্য পঞ্চায়েতের জন্য নানা পুরস্কারের ঘোষণা পর্যন্ত করে ফেলেছেন। আর কাটমানি, চুরি-দুর্নীতির ভাগ পাওয়ার আশায় নেতৃত্বের এই সব কথার সঠিক পাঠ নিতে তৃণমূল আশ্রিত মস্তান বাহিনী ভুল করেনি। রাজ্যের প্রায় সর্বত্র বিডিও, এসডিও অফিসগুলিতে বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র তোলা বা জমা দেওয়ার কাজে ঢুকতেই দেয়নি। তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি হুঙ্কার দিয়েছেন,

ছয়ের পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রহসনে পরিণত
শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ ৯ এপ্রিল এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন —

"রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাকপর্বে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া নিয়ে হিংসার যে ঘটনা ঘটছে তা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে গৌরবজনক নয়। কয়েকটি মাত্র ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই রাজ্যের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে ধুন্ধুমার কাণ্ড সচরাচর ঘটেছে তা আমাদের দেশবাসী এমনকী বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে আমাদের হেয় করে তুলেছে। আমরা যদি শুধুমাত্র সদ্যঘোষিত পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথাই বলি তাহলে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে নির্বাচনের উদ্যোগপর্ব থেকে এ ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে দুষ্কৃতীদের হাতে চলে গিয়েছে। এইসব দুষ্কৃতীদের রাজনীতির অ-আ-ক-খ জ্ঞান আছে কি না জানা নেই, কিন্তু তারা যে অনেকাংশেই আমাদের রাজ্যে বিশালতম নির্বাচনের ভাগ্য নির্ধারণ করতে চলেছে সেটা স্পষ্ট। গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরে যারা গণতন্ত্রের সব থেকে বড় উৎসবকে একটা অশ্লীল কার্যক্রমে পর্যবসিত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় এসেছে। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি কোনও কোনও নেতা বিরোধীশূন্য রাজ্য এবং বিরোধীশূন্য দেশ গড়ার কথা বলছেন। এটি গণতান্ত্রিক ভাবনার বিরোধী ও স্বৈরাচারী ভাবনার জন্ম দেয়। বর্তমান পঞ্চায়েত নির্বাচনের উদ্যোগপর্বে দুষ্কৃতীদের কাজ কতটা রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট, প্রশাসনের কাছে কতটা ছাড়প্রাপ্ত সেটা মানুষ নিজ অভিজ্ঞতাবলে অনুভব করবে। মনোনয়নপর্বের এই ভয়ঙ্কর অবস্থা প্রকৃত নির্বাচনের সময় আরও ভয়ঙ্করতম হবে বলে আমাদের আশঙ্কা হয়। জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টির সাথে সরকারি প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন যদি যথাযথ ভূমিকা পালন করে তাহলে এই অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব।

আমরা আবেদন করব, যারা নির্বাচনকে প্রহসনে পর্যবসিত করছে তাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হবেন।"

বিভাস চক্রবর্তী, পবিত্র গুপ্ত, নিরঞ্জন প্রধান, পার্থসারথি সেনগুপ্ত, ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, তরুণকান্তি নস্কর, শ্যামল চক্রবর্তী, সুজাত ভদ্র, পল্লব কীর্তনীয়া, রূপশ্রী কাহালি, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, দিলীপ চক্রবর্তী, মালবিকা চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দাস, সান্টু গুপ্ত, তরুণ মণ্ডল, অজয় চ্যাটার্জী, সব্যসাচী দেব, অসীম গিরি, বিমল চ্যাটার্জী, মীরাতুন নাহার, বিজয়া মুখার্জী, সুভাষচন্দ্র চক্রবর্তী, অসীমকুমার রায়চৌধুরী, গীতেশ শর্মা, প্রেম কপুর, সুলেমান খুরশিদ, দীপেন রায়, গণেশ বসু

১২-১৮ এপ্রিল 'সারা বাংলা প্রতিবাদ সপ্তাহ' পালন করুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ৯ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন,

"পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রথম দিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত দু-তিনটি জেলার কিছু বিডিও এবং এসডিও অফিস বাদ দিলে সর্বত্র পুলিশ-প্রশাসনকে শিখণ্ডি করে রেখে সমস্ত বিডিও-এসডিও-ডিএম অফিস ঘিরে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত সশস্ত্র মস্তানবাহিনী এক সর্বাত্মক সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। ৯ এপ্রিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষদিনেও এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে পুলিসের উপস্থিতিতেই প্রার্থী, প্রস্তাবক ও দলের কর্মীরা আক্রান্ত হয়ে আহত হয়েছেন, প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র, ভোটার কার্ড, কাস্ট সার্টিফিকেট কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, মোটা বাঁশ দিয়ে মেরে অফিস চত্বর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেও যাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তাঁদের সেগুলি প্রত্যাহার করার জন্য ইতিমধ্যে নানাভাবে শাসানো চলছে, ঘরবাড়ি লুঠ করার, এমনকী প্রাণে মারার পর্যন্ত হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই মারাত্মক ঘটনাগুলিকে আড়াল করার জন্যই পূর্বতন সরকারের নেতাদের মতোই শাসক নেতারা রসিকতা করে বলছেন, কেউ দাঁড়াতেই চাইছে না, তাই বিরোধী-শূন্য

পাঁচের পাতায় দেখুন

সারা দেশে শক্তিশালী সংগ্রাম গড়ে তুলুন

ভূমি আন্দোলন কনভেনশনে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

ভারতে কৃষিসংকট, ক্ষুদ্রশিল্পের উপর আক্রমণ, দলিত ও সংখ্যালঘু নিগ্রহ ইত্যাদি সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ভূমি অধিকার আন্দোলনের উদ্যোগে ২১ মার্চ দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে এক গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। এই আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের সম্বোধন করে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন,

অতি গুরুত্বপূর্ণ এই সভা আয়োজন করার জন্য প্রথমেই আমি ভূমি অধিকার আন্দোলন কমিটির নেতা এবং সংগঠকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। কৃষক সমাজ যে সব জ্বলন্ত সমস্যায় জর্জরিত, তার সবগুলিই উত্থাপন করেছে ভূমি অধিকার আন্দোলন কমিটি, সেগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনার দরকার নেই, কারণ আপনারা সেগুলি ভাল করেই জানেন। আমি এদেশের কৃষক সমাজের অন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায়ে আন্দোলনের পথ সম্পর্কে আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি)-র দৃষ্টিভঙ্গি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

প্রথমেই আমি যে বিষয়টি বলতে চাই তা হল, বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করতে হলে বিধানসভা ও সংসদের বাইরে সংগ্রাম চালানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা খুবই আনন্দিত যে এই আন্দোলন আপনারা সঠিক পথেই করে চলছেন। আমাদের দেশের মতো একটি পুঁজিবাদী দেশে জনগণের সংগ্রামই হল শেষ কথা। তাই সঠিক পথে কৃষক সমাজের আন্দোলন আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশ, ৮০ শতাংশ বা তারও বেশি কৃষিকাজে যুক্ত। এবং এটাও বাস্তব সত্য যে, গ্রামগুলিতে তীব্র বৈষম্য বিরাজ করছে। যত দিন যাচ্ছে ধনী কৃষক আরও ধনী হচ্ছে এবং দরিদ্র চাষি দরিদ্রতর হচ্ছে, ঠিক যেমন গোটা দেশে প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্তে ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে এবং গরিবরা আরও গরিব হয়ে পড়ছে। আপনারা নিশ্চয় জানেন যে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা আজ ক্রমেই ভিখারিতে পরিণত হচ্ছে। দ্রুত তারা তাদের জমি হারাচ্ছে। এই ভূমিহীন চাষিরা গ্রামে বেঁচে থাকার কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে যে কোনও রকম কাজের তাগিদে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে শহর ও আধা-শহরগুলির দিকে ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জীবিকার সন্ধান না পেয়ে তারা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, এমনকী অনেকের অকালে মৃত্যুও ঘটছে। এদের জীবনে কিছুটা সুরাহা আনার লক্ষ্যে এই জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কৃষক আন্দোলনের নেতা ও সংগঠকদের প্রতি আমরা ঐকান্তিক আবেদন জানাই।

আমরা দেখছি লক্ষ লক্ষ গরিব চাষি তাদের জমি ধনী কৃষকদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছে। আমি নিশ্চিত, এই বিষয়টিকে যে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সে ব্যাপারে আপনারা সকলেই একমত। সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে সরকারকে অবশ্যই বাধ্য করতে হবে। আমার মনে হয় আপনাদের নিশ্চয় এ বিষয়টিও জানা আছে যে, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনের চাপে সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের দামে এবং ব্যাঙ্ক ঋণ মকুবের ক্ষেত্রে যেটুকু সুবিধা আদায় করা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির পূর্ণ মদতে তার সুফল চলে যাচ্ছে কেবল ধনী কৃষকদের ও কর্পোরেটদের হাতে। আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি, এই ষড়যন্ত্র বানচাল করতে, এই বিশ্বাসঘাতকতাকে পরাজিত করতে এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আইনসঙ্গত অধিকারগুলিকে রক্ষা করতে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলন জরুরি প্রয়োজন। ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলনকেই নিশ্চিত করতে হবে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ও ঋণ মকুবের মতো যেসব দাবিগুলি সরকার মানতে বাধ্য হচ্ছে, তার সুফল যেন ধনী চাষিরা লুটে না নিতে পারে। এর জন্য দরকার শক্তিশালী আন্দোলন এবং গ্রাম স্তরে গণকমিটি গঠন। আমার মনে হয়, আপনারা এও লক্ষ করেছেন যে, শিক্ষায় দীক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত মানুষজনের একটি বড় অংশও চাষিদের এই ভয়ঙ্কর দুরবস্থা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। আমরা ভুলে যেতে পারি না যে, হাজার হাজার গরিব, সম্পূর্ণ রূপে বিপর্যস্ত কৃষক অন্য পথ খুঁজে না পেয়ে আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করছে। আমরা মনে করি, সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় এগিয়ে এসে লাগাতার শক্তিশালী ও ব্যাপক গণসংগ্রাম গড়ে তোলা প্রয়োজন যাতে এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য হয়।

শুধু কৃষক সমাজ নয়, সমস্ত অংশের খেটে খাওয়া মানুষই আজ সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে এবং আমরা দেখছি, সমস্ত অংশের খেটে খাওয়া মানুষ, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের কাছে বেঁচে থাকাই চরম দুরূহ হয়ে উঠছে। তাদের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি ইত্যাদির মতো জ্বলন্ত সমস্যাগুলি কী তীব্র আকার নিয়েছে তা নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যায় আমি যাচ্ছি না, কারণ তা আপনাদের জানা। দরিদ্র কৃষকদের মতো শ্রমিক শ্রেণিও আজ সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত। যে বিষয়টিতে আমি জোর দিতে চাই তা হল, সমস্ত স্তরের নিপীড়িত মানুষকে যুক্ত করে সম্ভাব্য বৃহত্তম ঐক্য গড়ে তুলে একের পর এক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে আমাদের। এই কারণে দেশ জুড়ে এই ধরনের ঐক্যবদ্ধ ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ে ওঠা প্রয়োজন। এটাই বর্তমান সময়ের জরুরি প্রয়োজন। আপনাদের ভেবে দেখার জন্য বলতে চাই, এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের যেমন সংসদীয় মঞ্চকে পূর্ণ রূপে ব্যবহার করতে হবে, তেমনই এক মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না যে সংসদের বাইরে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক ভাবেই এ সত্য স্বীকৃত। আমাদের দৃঢ় অভিমত, আরএসএস-বিজেপির ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা, জঘন্য বিভেদ নীতি ও ফ্যাসিস্টসুলভ কার্যকলাপ প্রতিরোধ করতে জনগণকে যুক্ত করে ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলাই হল সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রধান হাতিয়ার। আইনসভার ভিতরে ও বাইরে আপসহীন সংগ্রাম গড়ে তোলার ঐতিহাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করার এটাই উপযুক্ত সময়।

পরিশেষে, গোটা দেশ জুড়ে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নেতা ও সংগঠক সহ আপনাদের সকলকে আমি আবারও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বাস্তবিকই, আপনাদের এই উদ্যোগ গোটা রাজনৈতিক পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। খেটে খাওয়া মানুষ আজ অত্যন্ত উৎসাহিত। শোষিত ও নিপীড়িত কৃষক সমাজের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের এই সংগ্রামের প্রতি আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা জ্ঞাপন করছি।

সংগ্রামী কৃষক সংগঠনগুলির ঐক্য জিন্দাবাদ
ভূমি অধিকার আন্দোলন জিন্দাবাদ

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার সাঁতুড়ি ব্লকের মধুবনপুর গ্রামের এসইউসিআই (সি) কর্মী কমরেড দশরথ মাজি ৫ মার্চ ৬৪ বছর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগের পর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই সংবাদ পেয়েই এসইউসিআই (সি) দলের স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরা প্রয়াত কমরেডকে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানান। উপস্থিত ছিলেন লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড কার্তিক মাজি।

'৬০ এর দশকের শেষ দিকে কিশোর বয়সেই তিনি মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং দলের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। ক্রমশ তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে গড়ে ওঠার সংগ্রামে ব্রতী হন। সততা, নিষ্ঠা, ভদ্র ও বিনয়ী আচরণের মাধ্যমে এলাকার মানুষের অতি প্রিয় হয়ে ওঠার সাথে সাথে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নেন। বাসভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তন সহ এলাকার নানা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরিবারে অভাব-অনটন থাকলেও তাঁর বাড়িতে দলের নেতা-কর্মীদের থাকা, খাওয়া ও যাতায়াত ছিল অবাধ।

২৫ মার্চ মধুবনপুর গ্রামে এলাকার দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে কমরেড দশরথ মাজির স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। মাল্যদান ও নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ পরিচালনা করেন সভাপতি কমরেড দেবাশিষ চার। প্রয়াত কমরেডের জীবন সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন দলের পুরুলিয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিনয় ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাঁতুড়ি-উত্তর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অজিত মণ্ডল। কমরেড দশরথ মাজির প্রয়াণে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড দশরথ মাজি লাল সেলাম

শিল্পপতিরা ঋণ শোধ করছে না, আরও ঋণ দিতে বললেন অর্থমন্ত্রী

নীরব মোদি বা বিজয় মালিয়াদের মতো বৃহৎ শিল্পপতিরা ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণের টাকা পরিশোধ না করে নিশ্চিন্তে বিদেশে ঘুরে বেড়ালেও সরকার বা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নীরব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নীরব মোদি বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন। গীতাঞ্জলী গোষ্ঠীর মালিক নীরব মোদির মামা মেহুল চোকসির জালিয়াতির মোট অঙ্ক প্রায় ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণের টাকা যে শিল্পপতিরা পরিশোধ করছে না তা স্বীকার করে সম্প্রতি লোকসভায় অর্থ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন—ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির সংখ্যা বর্তমানে বেড়ে হয়েছে, ৯,০৬৩ জন। এর মধ্যে বৃহৎ ঋণখেলাপি ২৮ জনের নাম কিছুদিন আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। অর্থমন্ত্রক আরও জানিয়েছে এই জালিয়াতির মোট পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার ১৫০ কোটি টাকা।

সরকারি বা বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির মূলধনের সিংহভাগই সাধারণ আমানতকারীদের জমানো টাকা। কোটি কোটি সাধারণ মানুষ রুটি-রুজির প্রয়োজনে বা ছোটখাটো ব্যবসা, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা অথবা বিয়ের প্রয়োজনে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা কষ্টার্জিত টাকা ব্যাঙ্কগুলিতে জমা রাখে সুরক্ষার দিকে তাকিয়ে। ব্যাঙ্ক এই টাকা থেকে বিভিন্ন শিল্পপতিদের ঋণ দেয়। শিল্পের মন্দার কারণ দেখিয়ে প্রতিবছর এ দেশের বৃহৎ শিল্পপতিরা ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া টাকা শোধ করে না। অথচ দেখা যায় শিল্পের মন্দার বিরামহীন মায়াকান্নার মধ্যেই শিল্পপতিদের পুঁজির পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে চলে। সময়মতো ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলি দেউলিয়া হতে বসেছে। আবার ব্যাঙ্কগুলিকে দেউলিয়া হওয়া থেকে বাঁচাতে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এফ আর ডি আই বিল আনার কথা ঘোষণা করেছে। এই বিল কার্যকর হলে কোনও আলোচনা বা সম্মতি ছাড়াই ব্যাঙ্ক সাধারণ আমানতকারীদের জমানো টাকা বদলে দিতে পারবে শেয়ার, বন্ড বা ডিবেঞ্চারে। দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে সরকার সাময়িকভাবে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে এই বিল কার্যকর করা থেকে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ঘোষণা করেছেন যে ঋণ পরিশোধ না করার যত অভিযোগই থাকুক না কেন, শিল্পপতিদের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে কোনও অসুবিধা হবে না। এ ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলিকে কড়াকড়ি না করার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। সাথে সাথে সরকারি কোষাগার থেকে চলতি আর্থিক বছরে ২০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের জন্য ৮৮ হাজার কোটি টাকা পুঁজির জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে শুধুমাত্র শিল্প মহলের ঋণের জোগান অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে। ঋণখেলাপিদের গ্রেপ্তার না করে তাদের ধার দেওয়া অব্যাহত রাখার সরকারি এই ঘোষণা সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ। এদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের যে আশু প্রয়োজন ছিল তা সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেছে বিজেপি সরকার ও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। সরকার ঘোষণা করেছে, ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের ছবি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে, যাতে ওই খেলাপিরা লজ্জায় পড়ে ধার মেটান। ঋণ খেলাপিদের প্রশাসন বার

পাঁচের পাতায় দেখুন

সমাজে বিপ্লবীর অবস্থানটাই প্রবল সংগ্রামের মধ্যে

শিবদাস ঘোষ

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর ৭১তম প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রাক্কালে দলের প্রতিষ্ঠাতা মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ১৯৬৯ সালের ৩০ জুলাই প্রদত্ত অমূল্য ভাষণের একটি অংশ দেওয়া হল।

বিপ্লবীদের মনে রাখতে হবে যে, বিপ্লবীর সংগ্রাম সর্বত্র। তার 'এগজিসটেন্স'টাই (অস্তিত্বটাই) সংগ্রাম। সে সবসময় একজন বিপ্লবী হিসাবে সচেতনভাবে অবস্থান করে। কী সেই সচেতনতা? না, সে এইটা বুঝতে পেরেছে যে, তার বিকাশ, তার মুক্তির প্রশ্নটি সমাজের প্রগতি এবং বিকাশের প্রশ্নের সাথে জড়িত। সমাজের প্রগতি ব্যাহত হলে, সমাজ পরিবেশে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তারও বিকাশ ব্যাহত হয়। তারও পরিবারে তার ছায়া পড়ে। গোটা সমাজকে বাদ দিয়ে সে একা একা মুক্তি অর্জন করতে পারে না। একা একা মুক্তি অর্জনের রাস্তা অধ্যাত্মবাদীদের, যারা সংগ্রামের ময়দানে এসেছে তাদের নয়, বিপ্লবীদের নয়। আর একটা কথাও এখানে বুঝতে হবে। তা হচ্ছে, আমরা যে বলি, সমাজের অগ্রগতির স্বার্থের সাথে প্রতিটি ব্যক্তির বিকাশের স্বার্থ, উন্নতির স্বার্থ, সবকিছুর স্বার্থ জড়িত— এই ধারণাটিও ভাসাভাসা— যদি না বুঝতে পারা যায় শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কোন সেই শ্রেণি, যে শ্রেণি শোষিত শ্রেণিগুলির অগ্রণী বা নেতা শ্রেণি— যে শ্রেণির মুক্তির স্বার্থের সঙ্গে, প্রগতি-উন্নতি ও স্বাধীনতার স্বার্থের সঙ্গে গোটা সমাজের প্রগতি, উৎপাদনের উন্নতি, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ও সংস্কৃতির প্রগতির স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইটা বুঝলেই বুঝতে পারা যাবে, যেহেতু সেই বিশেষ শ্রেণির মুক্তির প্রশ্ন, স্বাধীনতার প্রশ্ন এবং সেই শ্রেণির সংগ্রাম ও নেতৃত্বের প্রশ্নের সঙ্গে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত মুক্তির প্রশ্ন জড়িত, সেই কারণেই যে শ্রেণিসংগ্রাম গোটা সমাজকে সেই বিশেষ শ্রেণির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেই শ্রেণিসংগ্রামের সঙ্গে একজন বিপ্লবী ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

এটাই হচ্ছে আজকের সমাজের যথার্থ 'রিকগনিশন অব নেসেসিটি' (প্রয়োজনের উপলব্ধি)। এই প্রয়োজনের স্বীকৃতি বলতে একজন ব্যক্তির নিজের খাওয়া-পরার, চাকরি-বাকরির বা তার নিজের একটা ঘর গোছানোর প্রয়োজন বোঝায় না। বিপ্লবীদের প্রয়োজনবোধ এটা নয়। প্রতিটি মানুষের সত্যিকারের যা প্রয়োজন, সমাজের যা যথার্থ প্রয়োজন, অর্থাৎ প্রগতিশীল বিপ্লবী শ্রেণির যা যথার্থ প্রয়োজন— যে প্রয়োজন থেকে সামাজিক একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, বিপ্লবীর প্রয়োজনবোধ হচ্ছে তাই। যে মানুষ ব্যক্তিবাদ থেকে, কূপমণ্ডুকতা থেকে বা স্বার্থবাদ এবং প্রবৃত্তির তাড়না, যা তার নিজের মধ্যেই রয়েছে, তার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায় সে একা একা লড়ে এগুলোর হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে না। কারণ আজকের শ্রেণিবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণিচিন্তার যে প্রভাব রয়েছে তার ফলেই, সমাজব্যবস্থার প্রভাবের ফলেই তার মধ্যে এগুলি দেখা দিচ্ছে। ফলে যে শ্রমিক শ্রেণি এইগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে সমস্ত সমাজকে মুক্ত করতে চাইছে, সেই শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে আজকে যদি গোটা সমাজের উৎপাদনের প্রগতির প্রশ্ন, বিজ্ঞানকে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির প্রশ্ন, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে পুঁজিবাদী শোষণের জুলুম ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে, তাহলে ব্যক্তির মুক্তির প্রশ্নও শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাহলে এই মুক্তির প্রয়োজন উপলব্ধিই হল ব্যক্তির মুক্তির প্রয়োজন উপলব্ধি। এই প্রয়োজন উপলব্ধির থেকেই সমাজে একজন মানুষ বিপ্লবী হচ্ছে।

তাহলে সমাজে একজন বিপ্লবীর অবস্থান কী? না, সমাজে সে এমন একটি চেতনসত্ত্বা হিসাবে অবস্থান করছে যে, সমস্ত সমাজ পরিবেশের মধ্যে, বস্তু পরিবেশের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যথার্থ স্বরূপটি অনুধাবন করতে পেরেছে এবং সে ধরতে পেরেছে এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কোন কোন দু'টি মূল বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বের দ্বারা প্রগতির গতি নির্ধারিত হচ্ছে। যে সময়ে প্রগতির গতি নির্ধারিত হচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে গোটা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বারা, সেই সময়ে একজন ব্যক্তির উন্নতি, তার স্বাধীনতা এবং সত্যিকারের প্রয়োজনের চেতনা, মুক্তির প্রয়োজনের চেতনা ছিল সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তার সমস্বার্থবোধ। তখন সেই স্বাধীনতার প্রয়োজনবোধই ছিল তার যথার্থ প্রয়োজনবোধের উপলব্ধি, তার যথার্থ সমাজচেতনার এবং শ্রেণিচেতনার প্রকাশ। আবার আজকের সমাজে একদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর একদিকে শোষিত শ্রেণি অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণি এবং শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব-সংঘাতই হচ্ছে মূল সংঘাত বা আজকের সমাজের মূল দ্বন্দ্ব— যে দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিচেতনা, ব্যক্তিসত্তা আবর্তিত হচ্ছে। এই মূল সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণির বিজয়, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জায়গায় সর্বহারা শ্রেণির গণতন্ত্র, উৎপাদন-শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-নৈতিকতা সমস্ত ক্ষেত্রে বুর্জোয়া একাধিপত্যের জায়গায় সর্বহারা শ্রেণির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্যেই প্রগতির পথ নির্দেশিত হচ্ছে। এই অবস্থায় আজকের সমাজে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির প্রয়োজনের উপলব্ধির সঙ্গে যখন একজন ব্যক্তির প্রয়োজনের উপলব্ধি একীভূত হয়েছে তখনই সে বিপ্লবী।

সুতরাং এই সমাজে একজন বিপ্লবী অবস্থান করছে মানেই হচ্ছে সে বুর্জোয়া শ্রেণি এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবস্থান করছে। এই বিরোধ শুধুমাত্র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে নয়— ঘরে-বাইরে, সংস্কৃতিতে, নৈতিকতায়, রুচিতে সর্বত্র এই বিরোধ। ফলে একজন বিপ্লবীর কাছে ভাললাগা বা রুচির ধারণা হচ্ছে তা-ই যা বিপ্লবের পরিপূরক, যা শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনের পরিপূরক, যা উৎপাদনকে, শিল্পকে, সাহিত্যকে, বিজ্ঞানকে বুর্জোয়া 'প্রি-কনসেপশন' (পূর্বধারণা) থেকে মুক্ত করার পরিপূরক। একজন বিপ্লবীর ভাললাগা বা রুচির ধারণা— বুর্জোয়ার উপলব্ধি, তার সংস্কৃতি, তার সৌন্দর্যবোধ, তার পরিবারের ধারণা, তার ভালবাসার ধারণা, তার যৌন স্বাধীনতার ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই হল বিপ্লবীর যথার্থ অবস্থান।

তাহলে বিপ্লবী এইভাবে অবস্থান করে। সে অবস্থানই করছে প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে। এই সংগ্রামের পরিকল্পনার মধ্যে কতকগুলি রুটিন ওয়ার্ক আছে। সেই রুটিন ওয়ার্ক একমাত্র তারাই সহ্য করতে পারে যারা শ্রেণিসচেতন, যারা মূল লক্ষ্যটা ধরতে পেরেছে। এই মূল লক্ষ্যটাকে গড়ে তোলবার জন্যই দীর্ঘদিন ধরে একটা পরিকল্পনায় বিপ্লবীদের কাজ করতে হয়। এলোমেলোভাবে যদি বিপ্লবীরা কাজ করে তাহলে সুসংগঠিত বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তারা ভাঙতে পারবে না। আমরা শুধু তার পুলিশকে দেখছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই পুলিশই সব নয়। আক্রমণে শেষ মোকাবিলা করতে হবে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সব থেকে সুসংগঠিত রাষ্ট্রের আর্মি বা মিলিটারির সঙ্গে। সেই শেষ মোকাবিলার আগে প্রয়োজনীয় জনশক্তি এবং দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী আন্দোলন চালাবার মতো সংগঠন গড়ে তোলবার জন্য বিপ্লবীদের লড়াই শুরু করতে হয় ঘরে-বাইরে, নিজের মধ্যে, আদর্শের ক্ষেত্রে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে, রুচির ক্ষেত্রে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সর্বত্র। তাই মাও সে-তুঙ-ও বলেছেন, যে-কোনও বিপ্লবের পরিপূরক সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে বিপ্লব সেই বিপ্লবের আগে শুরু করতে হয়। এ কথার অর্থ হচ্ছে, প্রতিক্রিয়াবাদীরাই হোক, আর প্রগতিশীল বা বিপ্লবীরাই হোক— একে অপরকে যখন ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইবে, সত্যিকারের ক্ষমতাচ্যুত করবার সেই লড়াইটি গড়ে উঠবার আগে দীর্ঘদিন ধরে আদর্শগত ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাদের প্রচার এবং কাজ করে যেতে হয়। এই কাজটি এড়িয়ে গিয়ে মূল লড়াইতে জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। আর এই কাজটিই হচ্ছে খুব কঠিন। যখন কোনও গরম বা ফিভার সৃষ্টি করার মতো লড়াই নেই তখন দিনের পর দিন প্রবল নিষ্ঠা এবং জ্বলন্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে রুটিন ওয়ার্ক চালিয়ে যেতে পারা, সংগঠন গড়ে তোলবার জন্য কষ্টসাধ্য সংগ্রামে নিযুক্ত থাকতে পারা একমাত্র একজন প্রকৃত সচেতন বিপ্লবীর পক্ষেই সম্ভব। আমি আগেই বলেছি, দীর্ঘদিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই বিপ্লবী সচেতনতা গড়ে তোলবার সংগ্রামে যারা আসেনি, দিনের পর দিন রুটিন ওয়ার্কের মতো কঠিন সংগ্রাম করবার কোনও ক্ষমতাই যাদের নেই, তারাও মাঠে-ময়দানে যখন লড়াইটা চলে তখন সে লড়াইতে কত সহজে এসে যায়— যাকেই আমরা ভুল করে একমাত্র স্ট্রাগল বলে মনে করি। আর প্রতিদিন রুটিন ওয়ার্ক চালিয়ে যাওয়াটা, আমরা মনে করি, স্ট্রাগল নয়। অথচ বিচার করলে দেখা যাবে, দীর্ঘদিন ধরে এই রুটিন ওয়ার্কের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া অনেক বেশি কঠিন। এর জন্য চাই চরিত্রের বল, চাই আদর্শের নিষ্ঠা, চাই সমস্ত জিনিসটাকে সম্যক উপলব্ধি করার ক্ষমতা।

তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, রুটিন ওয়ার্কটা দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লব গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কাজ এবং এটাও স্ট্রাগলেরই একটা রূপ। ফলে পার্টির কাজ সম্পর্কে সঠিক সমালোচনা হবে এটা বিচার করে দেখা যে, রুটিন ওয়ার্কটা কেবলমাত্র কতকগুলো বাঁধাধরা ছকে হচ্ছে, নাকি তার মধ্যে প্রতিনিয়ত জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলবার একটা পরিকল্পনা আছে। জনগণের সঙ্গে সংযোগের ভিত্তিতে কাজ করার এই প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত কনট্রাডিকশন আছে, তার টারময়েল (তীব্র মানসিক আলোড়ন) আছে এবং বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিত্যনতুন প্রক্রিয়ায় তাকে গড়ে তোলবার জন্য আন্দোলন আছে। আন্দোলন বলতে শুধু বাইরের একটা স্লোগান দেওয়া, মিছিল, মিটিং, ব্যারিকেড করে লড়াই, পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি এবং ক্ষমতা দখল করা নয়। এগুলো সবই আন্দোলনের এক একটা রূপ— চেতনার স্তরভেদে, সংগঠনের স্তরভেদে রূপভেদ। চেতনার স্তর, সংগঠনের স্তর, গণসমাবেশের স্তর এবং আক্রমণের ধারা ও রীতি এই কয়েকটা জিনিস মিলে এই লড়াইয়ের ঢংগুলো, ফর্মগুলো— অর্থাৎ কোনটা কোন ফর্মের লড়াই, কোন সময়ে কোন লড়াইটা হবে তা পালটে যায়। আলোচনা করা, তর্কবিতর্ক করা, ডিবেট করা, লোককে বোঝানো, বিরুদ্ধ মতবাদের বিরুদ্ধে ফাইট করা, ইউনিয়ন গড়া, কলেজ ইউনিয়ন চালানো, রাজনৈতিক ক্লাস পরিচালনা করা, পোস্টারিং করা, ডোর-টু-ডোর অ্যাপ্রোচ করা, বিরুদ্ধ মতবাদকে পরাস্ত করে জনগণের মধ্যে বিপ্লবী মতবাদ সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে তোলার জন্য ধীরে ধীরে দীর্ঘদিন ধরে পেইনস্টেকিং (কষ্টসাধ্য) আলোচনা চালিয়ে যাওয়া— এগুলো সবই সংগ্রামের বিভিন্ন বিচিত্রতর এবং জটিলতর রূপ। এই সংগ্রামে যে কর্মী নিয়োজিত সে কখনও আপন নিয়মে কাজ করে না। সে 'কালেকটিভে'র (যৌথ নেতৃত্বের) প্রোগ্রাম অনুযায়ী খুশি মনে কালেকটিভের সঙ্গে মিলে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে এই কাজটি করে।

যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক

নির্বাচিত রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড

শহিদ ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেব স্মরণে পাঞ্জাবে দশদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান

বিপ্লবী ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেবের শহিদ দিবস উপলক্ষে এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে চণ্ডীগড়ে ২৩ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল ১০ দিন ব্যাপী নানা কর্মসূচি পালিত হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শহিদদের জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান, পাঞ্জাব রাজ্য কমিটির নেতা কমরেড অমিন্দর পাল সিংহ, এ আই ডি ওয়াই ও-র দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড অমরজিৎ কুমার। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের পাঞ্জাব চণ্ডীগড়ের কো-অর্ডিনেটর কমরেড বীণা সিংহ। ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয় ১ এপ্রিল সমাপ্তি অনুষ্ঠানে।

জেলায় জেলায় পরিচারিকারা আন্দোলনে

কোচবিহার ঃ ২৪ মার্চ কোচবিহার জেলাশাসক দপ্তরে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন ইত্যাদি সামাজিক সুরক্ষার পাশাপাশি তাঁরা দাবি করেন পরিচারিকাদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

দার্জিলিং ঃ পরিচারিকাদের বিরুদ্ধে তুচ্ছ কারণে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু বন্ধ, শিলিগুড়িতে এক পরিচালিকার শ্লীলতাহানি ও মারাত্মক আক্রমণে অভিযুক্ত গৃহকর্তাকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, আহত পরিচারিকাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি দাবিতে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ মহিষাদলের রবীন্দ্র পাঠাগারে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির প্রথম ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১ এপ্রিল। শ্রমিকের স্বীকৃতি, কাজ অনুযায়ী মজুরি, সাপ্তাহিক ছুটি, বিনামূল্যে শিক্ষা-স্বাস্থ্যের সরকারি গ্যারান্টি, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড সহ আট দফা দাবিতে সম্মেলনে প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। সমিতির জেলা সভানেত্রী জয়শ্রী চক্রবর্তী, জেলা নেত্রী অসীমা পাহাড়ি পরিচারিকাদের কঠোর জীবনের দুর্গতি ও দাবিগুলি তুলে ধরেন। এলাকার প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার শচীনন্দন অধিকারী উপস্থিত ছিলেন। কানন কালিকে সভানেত্রী, বিত্রা দাস ও শোভা ভৌমিককে যুগ্ম সম্পাদিকা নির্বাচিত করে ১০ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়। পরিচারিকাদের দাবিকে সমর্থন জানানোর জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয় সম্মেলন থেকে।

মহিষাদল

উন্নয়ন শুধু সরকারি বিজ্ঞাপনে বাস্তবে প্রকল্প রূপায়ণ অথৈ জলে

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পরে একের পর এক সরকারি প্রকল্পের ঘোষণা করেছিল মোদি সরকার। অধিকাংশই পূর্বের কংগ্রেস সরকারের প্রকল্পগুলির নাম বদলে নতুন নামকরণ। বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ করে দেওয়া হয়েছিল প্রকল্পগুলির প্রচারে। রূপায়িত হয়েছে কটি?

কোনও বেসরকারি রিপোর্ট নয়, খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট বলছে, প্রকল্পগুলির অধিকাংশেরই অর্থ বরাদ্দ নামমাত্র, বরাদ্দ অর্থেরও অতি সামান্যই খরচ হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান পিনাকি মিশ্র বলেছেন, 'প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন নিয়ে প্রকৃতপক্ষে কোনও পরিকল্পনাই করা হয়নি। প্রকল্পের খরচের বিষয়টিও আগে ভাবা হয়নি।'

সরকার ঘোষণা করেছিল, ২০২২ সালের মধ্যে সমস্ত গৃহহীন লোক ঘর পাবেন। চার বছর অতিক্রান্ত। প্রকল্পের হাল কী?

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা দরিদ্রদের জন্য আবাসন প্রকল্প— এতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। শহরে ৪০.৬ লক্ষ বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছিল। তার ৯২ শতাংশ কাজই এখনও হয়নি। গ্রামীণ এলাকায় ৯৫.৪ লাখ বাড়ি তৈরির কথা ছিল, তার ৭০ শতাংশ কাজ এখনও বাকি। স্বাভাবিকভাবেই বরাদ্দ ১৫০ কোটি ডলারের মধ্যে খরচ হয়েছে ৩২ কোটিরও কম।

প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সালে ১০টি সমাজকল্যাণ মূলক প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন। এর মধ্যেই ছিল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ স্মার্ট সিটি মিশন, ওয়ান র‍্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন স্কিম, স্কিল ইন্ডিয়া, অটল পেনশন যোজনা, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা, ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, অটল মিশন ফর রিজুভেনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন ইত্যাদি প্রকল্প। সব গালভরা নাম। এর মধ্যে স্মার্ট সিটি প্রকল্পে তড়িঘড়ি ৯৮টি শহর চিহ্নিত হয়ে গেল, বরাদ্দ ঘোষণা করা হল ৯ হাজার কোটি টাকা। চার বছরে খরচ হয়েছে সাকুল্যে মাত্র ১৬৮ কোটি টাকা। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনায় শহরের দরিদ্রদের দক্ষতার প্রশিক্ষণের জন্য ২৩.৩ কোটি ডলার বরাদ্দ হয়েছিল, খরচ হয়েছে ১৩ কোটি ডলার। এই যে খরচের হিসাব দেখানো হয়, তার কতটুকু কাজে লাগে আর কতটাই বা শাসক দলের নেতা-মন্ত্রী-কন্ট্রাক্টর-আমলাদের পকেটে যায়, তা জনগণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় জানেন।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান, জনধন যোজনা, বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও-এর মতো ঘোষিত প্রকল্পগুলিও মুখ থুবড়ে পড়েছে। পরিষ্কার রাস্তাঘাট ও শৌচাগার নির্মাণের জন্য স্বচ্ছ ভারত অভিযানে বরাদ্দ হয়েছিল ৮৯.৯ কোটি ডলার, খরচ হয়েছে ৩৪.১ কোটি ডলার। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, যা নাকি সমাজের প্রান্তিক মানুষের জন্য, সেই প্রকল্প নিয়ে চলছে সরকারের চূড়ান্ত অপদার্থতা ও দুর্নীতি। এই প্রকল্পের ছিটেফোঁটা সুবিধাটুকুও কে পাবে, তা ঠিক হয় কারা শাসক দলের আস্থাভাজন তা দিয়ে।

যদি সমাজের দরিদ্র মানুষের জীবনমানের কিছুমাত্র উন্নয়ন দেখা যেত, তাহলে বোঝা যেত এই প্রকল্পগুলি সত্যই মানুষের উপকারে লাগছে। কিন্তু চিত্রটা ঠিক উল্টো। দরিদ্র মানুষের সংখ্যার গ্রাফ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। অথচ বিপুল অর্থব্যয়ে সরকারি বিজ্ঞাপনে প্রচার করা হচ্ছে মানুষের 'উন্নয়ন'-এর কাল্পনিক চিত্রকে। ক্ষমতায় বসার এক বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ২০১৪-১৫ সালে মোদি সরকার শুধু বিজ্ঞাপনেই খরচ করেছে ৮৬৪ কোটি টাকার বেশি। উন্নয়নে সরকার কতটা আন্তরিক, তা বুঝতে অসুবিধা হয় কি? কাজের কাজ কিছু হোক না হোক, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরজা চলছে, কে কত বেশি গরিবদরদি তা নিয়ে।

একটা সরকারের কাজ কী, এই মৌলিক প্রশ্নটাই গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্য খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থানের অধিকার সুনিশ্চিত করা একটা সরকারের দায়িত্ব। এগুলি সরকারের দয়ার দান নয়, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা। কিন্তু তা তো দিচ্ছে না কোনও সরকারই, উপরন্তু দয়া-দাক্ষিণ্যের নাম করে ছিটেফোঁটা কিছু বরাদ্দ করে, এমনকী তার বাস্তবায়ন না করেও নাম কেনার চেষ্টা করছে।

সরকার যদি সত্যিকারের কাজের কাজ কিছু করত, তাহলে মানুষের মন জয়ে প্রচারের ঝড় তুলতে হত না। পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী ধুরন্ধর এই সরকারি দলগুলি জানে ভোটে জিততে শ্রমিক-খেটে খাওয়া মানুষের সমর্থনও চাই। তাই চলছে প্রচারের ঢাকে আওয়াজ তোলার প্রতিযোগিতা।

নির্বাচন কমিশন দপ্তরে বিক্ষোভ

একের পাতার পর

পাত্রকে যেভাবে লাঞ্ছনা করা হয়েছে এবং কোচবিহার জেলায় দলের মহিলা প্রার্থীকে জোর করে অটোরিক্সায় অপহরণের অপচেষ্টার সময়ে শালীনতাহানির যে বর্বরতা ঘটেছে তা শাসকদলের গুন্ডাশাহীর এক উৎকট প্রকাশমাত্র। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনার কিছু এই স্মারকলিপির সাথে পৃথকভাবে দেওয়া হল।

আমরা ক্ষোভের সাথে এও লক্ষ করছি, পঞ্চায়েত নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন দৃঢ় ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর তা প্রত্যাহারের জন্য অযথা দীর্ঘ সময় দেওয়া হয়েছে, যা শাসকদলকে পেশিশক্তির দ্বারা বিরোধী প্রার্থীদের চাপ দিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করানোর সুযোগ করে দেবে। আমাদের দাবি, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন এগিয়ে এনে ১২ এপ্রিল করা হোক। আশা করি এ বিষয়ে আপনি কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন।

৪ এপ্রিল নির্বাচন কমিশনারের কাছে এ সংক্রান্ত আর একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল।

মে দিবসে ভোট!

প্রতিবাদ এ আই ইউ টি ইউ সি-র

এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ২ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, '১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস' সারা বিশ্ব জুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় আবেগ ও উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এই রাজ্যে ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার এই দিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে স্মরণে রেখে ১ মে ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করে। এরপর অনেক সরকার এসেছে— তাদের ঝান্ডার রঙ যাই হোক না কেন, প্রত্যেকেই এই দিনটি যাতে শ্রমিক কর্মচারীরা নানাভাবে পালন করতে পারেন তাই ছুটি ঘোষণা করে শ্রমিক-কর্মচারীদের আবেগকে সম্মান দিয়েছে। ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্যেও ১ মে-র প্রতি উত্তরোত্তর আবেগ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এবারই প্রথম তৃণমূল সরকার মে দিবসের বিশেষ গুরুত্বকে হ্রাস করে ১ মে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা করেছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করে দাবি জানাচ্ছি—১ মে যথারীতি ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা হোক এবং আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরিবর্তিত নির্ঘণ্ট ২ মে করা হোক।

একই দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন রাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে ১ মে নির্বাচন না করার দাবি জানিয়েছে। রাজ্যের ১৩টি সরকারি কর্মচারী সংগঠনও একই দাবিতে স্মারকলিপি দেয়।

আইডিবিআই ব্যাঙ্কে আবারও ছাঁটাইয়ের খাঁড়া

আইডিবিআই ব্যাঙ্কে আবারও কন্ট্রাক্ট কর্মীদের একাংশকে ছাঁটাই করার সার্কুলার জারি হয়েছে। এই সার্কুলার প্রকাশিত হওয়ার পর সর্বত্র কর্মীদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। এই প্রতিবাদকে সংগঠিত আন্দোলনে রূপ দিতে ২৯ মার্চ এআইইউটিইউসি অনুমোদিত আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ডাকে ব্যাঙ্কের কলকাতা জোনাল অফিসের সামনে শতাধিক ব্যাঙ্ক কর্মী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কয়েক মাস আগে এ রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের তিন শতাধিক কন্ট্রাক্ট কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। সার্কুলার অনুযায়ী এ রাজ্যে এই ব্যাঙ্কের আরও ১৫০ থেকে ২০০ কন্ট্রাক্ট সিকিউরিটি কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা হয়েছে।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ব্যাঙ্ক কর্মী আন্দোলনের অন্যতম নেতা নারায়ণচন্দ্র পোদ্দার ও ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস। তাঁরা বলেন, ব্যাঙ্কের বিপুল পরিমাণ অনুৎপাদক সম্পদের দায় নিরপরাধ কন্ট্রাক্ট কর্মীদের উপর চাপানো হচ্ছে। বিজয় মালিয়া, নীরব মোদিদের মতো ব্যাঙ্ক জালিয়াতদের কাছ থেকে টাকা আদায় না করে এভাবে সামান্য পারিশ্রমিকে কর্মরত অসহায় কর্মীদের ছাঁটাই করে ব্যাঙ্ককে দুর্দশামুক্ত করা সম্ভব নয়। উল্টে এর ফলে বহু গরিব সাধারণ মানুষ কর্মচ্যুত হয়ে সংসার নিয়ে পথে বসতে বাধ্য হবে।

ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায় মণ্ডলের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ব্যাঙ্কের চিফ জেনারেল ম্যানেজারের কাছে দাবিপত্র পেশ করে। তিনি এই স্মারকলিপি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং অদূর ভবিষ্যতে ছাঁটাই হবে না আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রত্যাহৃত হয়।

অঙ্গনওয়াড়ি আন্দোলনে সংহতি এআইইউটিইউসি-র

ছত্তিশগড়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকাদের লাগাতার আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এআইইউটিইউসি, এআইডিওয়াইও, এআইডিএসও এবং এআইএমএসএস-এর পক্ষ থেকে ২৮ মার্চ দুরগে মিছিল করা হয় এবং অবিলম্বে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকাদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য জেলা কালেকটারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়। রায়পুর ও কাঁকের জেলাতেও এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায় এআইইউটিইউসি।

'সারা বাংলা প্রতিবাদ সপ্তাহ' পালনের ডাক

একের পাতার পর

পঞ্চায়েত হবে।

একথাও আমাদের জানা আছে যে, আগের যে পঞ্চায়েত আইন ছিল, তাতে নির্বাচন ঘোষণার দিন থেকে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসন (ডিএম, এসডিও, বিডিও, এসপি, এসডিপিও, ওসি) নির্বাচন কমিশনারের অধীনে থাকত, সরকারের অধীন নয়। সেই আইন পূর্বতন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার পরিবর্তন করে নির্বাচন কমিশনারের নিয়ন্ত্রণ বাতিল করে প্রশাসন ও পুলিশকে সরকারের কুক্ষিগত করার মতো নতুন আইন বানালো, যার সুযোগ বর্তমান সরকার নিচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার পুলিশ-প্রশাসনকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে আইনকে উপেক্ষা করে গুন্ডাশাহী প্রতিষ্ঠা করে রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করেছে। রাজ্যের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে গণতন্ত্র হত্যার বিপজ্জনক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আহ্বান জানাচ্ছি। নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও অধিকার খর্ব করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার প্রতিবাদে আমাদের দল আগামী ১২ থেকে ১৮ এপ্রিল 'প্রতিবাদ সপ্তাহ' পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

৯ এপ্রিল বীরভূমের রামপুরহাটে নমিনেশন পেপার পুড়িয়ে বিক্ষোভ

৯ এপ্রিল মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে নমিনেশন পুড়িয়ে বিক্ষোভ

৩ এপ্রিল দীনহাটায় আহত কমরেড কণা দাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

৯ এপ্রিল তমলুক এসডিও অফিসে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত এসইউসিআই (সি) কর্মী বিলাস বেরা ।

আরও ঋণ দিতে বললেন অর্থমন্ত্রী

দুয়ের পাতার পর

বার দেশে ফেরার নোটিশ পাঠিয়েছে। দেশে ফেরা তো দূরের কথা, বিদেশে অত্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে তারা জালিয়াতির টাকা ফেরত না দেওয়ার হুঙ্কার দিচ্ছে। তাদের এ হেন স্পর্ধার পরও কি বিশ্বাস করা যায় যে, সরকার ছবি প্রকাশ করলেই লজ্জায় মাথা হেঁট করে এসে ঋণের টাকা শোধ করে দেবে? এদের কি কোনও লজ্জাবোধ আছে? নীরব মোদি-মেহুল চোকসির মতো পুঁজিপতিরা যুগ যুগ ধরে মানুষের শ্রমশক্তিকে লুণ্ঠন করেই মালিক হয়েছে। শোষণ, প্রতারণা এদের মজ্জায় মজ্জায়। লজ্জা থাকলে এরা পুঁজির পাহাড় করতে পারত না। সরকারের এসব বালখিল্য যুক্তি আসলে এই প্রতারকদের বাঁচাতেই। সরকার কি কৃষকদের ক্ষেত্রে এই ঋণদান পলিসি নেবে? এ দেশের বেশিরভাগ চাষি প্রতি চাষের মরসুমে ব্যাঙ্ক থেকে হাজার হাজার টাকা ঋণ নিতে বাধ্য হয়, কিন্তু উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। ঋণের টাকা শোধ না করলে তাঁদের কি আবার ঋণ দেওয়া হয়? এঁদের প্রতি কিন্তু সরকার বা প্রশাসন কঠোর। এঁদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার সকল পন্থা সরকারের জানা এবং তা প্রয়োগ করতেও সরকার সিদ্ধহস্ত। আর বৃহৎ শিল্পপতিদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ছবি প্রকাশ করেই দায় খালাস করতে তৎপর। আসলে বিজেপি সরকার তথা দেশের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি জানে, জনগণকে তাদের প্রয়োজন পাঁচ বছরে একবার ভোটের জন্য। আর শিল্পপতিরা সারা বছর মাথায় ছাতা না ধরলে নেতা-মন্ত্রীদের ক্ষমতায় টিকে থাকা বা ফুলে ফেঁপে ওঠার রাস্তা অচিরেই বন্ধ হবে। তাই ঋণখেলাপি শিল্পপতিদের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত না লাগার ও এদের পুঁজি বৃদ্ধির সমস্ত রকম উপায়কে সচল রাখতে বিজেপি সরকার বদ্ধ পরিকর।

এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা আক্রান্ত-রক্তাক্ত

একের পাতার পর

তাঁদের টাঙানো মশারির ফাঁক গলে কোনও বিরোধী মনোনয়নের মশা গলতে পারবে না। এত ব্যাপক 'উন্নয়ন' যে রাস্তায় বিরোধীদের আটকাতে নাকি 'উন্নয়নই' দাঁড়িয়ে আছে! অবশ্য হাতে পিস্তল, রাইফেল, পাইপগান, লাঠি, ছুরি, বল্লম কিংবা বোমা নিয়ে কেমন ধরনের 'উন্নয়ন' রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, তা জনগণ স্বচক্ষে দেখছেন। মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে নিহতের সংখ্যা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সন্ত্রাসে নিহতের সংখ্যাকে ছাপিয়ে গেছে। আহত, রক্তাক্ত সহস্রাধিক মানুষ। পুলিশ শুধু নীরব দর্শক নয়, শাসক দলের আজ্ঞাবহ হিসাবে বিরোধীদের আটকাতেই ব্যস্ত থেকেছে। শাসক দলের গুন্ডা বাহিনী এস ইউ সি আই (সি) সহ যে কোনও বিরোধী দলের লোক দেখলেই লাঠি, বোমা, বন্দুক নিয়ে চড়াও হয়েছে, পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখেছে মাত্র। সাংবাদিকদের রক্ত ঝরতে দেখেও একচুল এগিয়ে দুষ্কৃতী বাহিনীকে দমন করেনি পুলিশ। থানা আর তৃণমূলের পার্টি অফিসের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

রাজ্যে নির্বাচন কমিশন নামক কিছু আছে বলে বোঝাই যাচ্ছে না। নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা তো অনেক বড় কথা, প্রতিদিনের রক্তপাত সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনার শাসকদলের তোতাপাখির মতোই বলে চলেছেন সব সুষ্ঠুভাবে চলছে! কিন্তু বলছেন না, যে ব্লকগুলিতে আদৌ বিরোধী কাউকে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি, সেখানে সমস্ত ইচ্ছুক প্রার্থীর মনোনয়ন জমা নেওয়ার ব্যবস্থা করার দায় তাঁরা নেবেন কি না? নির্বাচন কমিশন বলেছিল, বিডিও অফিসে কেউ মনোনয়ন দিতে না পারলে মহকুমা শাসকের অফিসে তা দিতে পারবে। অথচ, কি বিডিও অফিস, কি এসডিও অফিস সর্বত্রই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বিরোধী প্রার্থীদের তাড়া করেছে। নির্বাচনী অফিসার, রিটার্নিং অফিসারদের টেবিল ঘিরে তৃণমূলের বাহিনী বসে থেকেছে যাতে কোনও মতেই তারা ছাড়া অন্য কেউ মনোনয়নপত্র দিতে না পারে।

সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ৯ এপ্রিল তমলুকে নমিনেশন পেপার পুড়িয়ে বিক্ষোভ

বাঁকুড়া ঃ খোদ সদর মহকুমা শাসকের অফিসের মধ্যে ৪ এপ্রিল এআরও টেবিলে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়েই জেলা পরিষদে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীকে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা মারধোর করে কাগজ ছিনিয়ে নেয়। তাদের মারে আহত প্রার্থীর প্রস্তাবককে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ওই অফিসের মধ্যেই মার খেয়েছেন দলের বাঁকুড়া শহর লোকাল কমিটির সম্পাদক শিশির কোলে। হেনস্থার শিকার হয়েছেন মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়া মহিলা প্রার্থীরাও। বাঁকুড়ার ইন্দপুর, হিড়বাঁধ, শালতোড়া, সিমলাপাল ব্লক সহ নানা জায়াগায় এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের আক্রমণ করা হয়েছে। ছাতনায় জেলা পরিষদ প্রার্থী কৃপাসিন্ধু কর্মকারকেও সরকারি অফিসের মধ্যে নিগ্রহ করা হয়।

পুরুলিয়া ঃ কাশীপুরে ব্লক অফিসে মনোনয়নপত্র দিতে গেলে দলের কর্মীরা আক্রান্ত হন।

কোচবিহার ঃ দিনহাটাতে ৩ এপ্রিল ব্লক অফিসেই এস ইউ সি আই (সি)-এর মহিলা প্রার্থী কণা দাসের সঙ্গে অশালীন আচরণ করার পর তাঁকে জোর করে টোটোতে তুলে অপহরণের চেষ্টা করে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা। তিনি চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লে আহত হন, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। দিনহাটা এসডিও অফিসের মধ্যেই এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী মানিক বর্মন আক্রান্ত হন। এই জেলার সিতাই, শীতলকুচি, তুফানগঞ্জ, হলদিবাড়ি, কোচবিহার-১ ব্লক সহ জেলার সর্বত্রই মারাত্মক সন্ত্রাস চলছে। প্রার্থীদের বাড়িতে বাড়িতে হামলা হয়েছে।

বীরভূম ঃ ১৯টি ব্লক এবং সদর মহকুমা সহ তিনটি মহকুমা শাসকের অফিসই নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরুর প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তৃণমূলের সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে থেকেছে। মুরারই, সিউড়ি, নলহাটি, রামপুরহাটে ব্লক অফিসে পুলিশের সামনেই মার খেয়েছেন এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা। বীরভূমের জেলা শাসক এবং এসপি-র সঙ্গে দেখা করে দলের জেলা নেতৃত্ব নিরাপত্তার দাবি জানালে তাঁরাও অসহায়তার কথা জানান। ৭ এপ্রিল রামপুরহাটে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা মিছিল করে এসডিও অফিসে যেতে চাইলে তাদের আটকেছে উচ্চপদস্থ অফিসারদের নেতৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনী।

পূর্ব বর্ধমান ঃ আউসগ্রাম-১ ও ২-এর দু'জন জেলা পরিষদ প্রার্থী মনসা মেটে ও বোরহান মণ্ডলকে ৭ এপ্রিল জেলাশাসক দফতরের সামনে পুলিশের উপস্থিতিতে লাঠি-রড দিয়ে মেরে সমস্ত কাগজপত্র কেড়ে নেওয়া হয়।

পশ্চিম বর্ধমান ঃ ৯ এপ্রিল দুর্গাপুর এসডিও অফিসে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড দনা গোস্বামীকে পুলিশের সামনেই তৃণমূল দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করে এবং যথেচ্ছ ভাবে কিল-চড়-ঘুষি-লাথি মারতে থাকে। পরে আবার দলের প্রার্থী এবং তার প্রস্তাবক যখন নমিনেশনপত্র পূরণ করছিলেন তখন তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাঁদের হুমকি দেয়, তারা এসডিওকে নিরাপত্তার অভাবের কথা জানালেও তিনি কোনও রকম নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে তাদের অফিসের পিছনের সিঁড়ি দিয়ে বের করে দেন। আসানসোল এসডিও অফিসে এসইউসিআই (সি) প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র তৃণমূলের বাহিনী ছিঁড়ে দেয়, ধাক্কাধাক্কি করে, জামা ছিঁড়ে দেয়, একজন কর্মীকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

মুর্শিদাবাদ ঃ জেলার সুতি, লালবাগ, হরিহরপাড়া, কান্দি, নবগ্রাম, খড়গ্রাম সহ সর্বত্রই এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের উপর আক্রমণ হয়েছে। ডোমকলে মহকুমা শাসক অফিসে জেলা পরিষদ প্রার্থী সামসুজ্জামান কাজলকে মারতে মারতে দোতলা থেকে নিচে ফেলে দেয় তৃণমূল দুষ্কৃতী বাহিনী। ৯ এপ্রিল পঞ্চায়েত নির্বাচনের নমিনেশন জমা দেওয়ার শেষ দিনে জেলায় জেলায় ব্লক ও মহকুমা অফিসগুলিতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীবাহিনী ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস চালায়, বিরোধীদের মারধর করে তাড়িয়ে দেয়। বহরমপুরের সদর এসডিও দপ্তরে হরিহরপাড়ার এস ইউ সি আই (সি) সহ বিরোধী দলের শত শত প্রার্থী আগের রাত থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সকালে তৃণমূলের দুষ্কৃতীবাহিনী পুলিশের সামনেই ব্যাপক মারধর করে সকলকেই তাড়িয়ে দেয়। পুলিশ ছিল নীরব দর্শক। এস ইউ সি আই (সি) নেত্রী পূর্ণিমা কর্মকার অফিসের ভিতরে গেলে পুলিশের সামনেই তাঁর ব্যাগ টেনে নিয়ে তল্লাশি করে দুষ্কৃতীরা এবং তাঁকে জোর করে বার করে দেয়। বহরমপুর ব্লক অফিসের ভিতর দুষ্কৃতীরা দলের মহিলা প্রার্থীর কাগজপত্র কেড়ে নিয়ে লাঞ্ছনা করতে করতে বের করে দেয়। ভগবানগোলা-১ ব্লকে দলের মহিলা প্রার্থীকে বি ডি ও অফিসের ভিতরে তৃণমূলের পুরুষ দুষ্কৃতীরা হেনস্থা করে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করে। বেলডাঙ্গা-১ ব্লকে দলের লোকাল কমিটির সম্পাদক বাবর আলিকে মারতে মারতে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী ব্লক অফিস চত্বর থেকে তাড়িয়ে দেয়। জঙ্গীপুর মহকুমা জুড়ে তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনী এলাকায় এলাকায় এমন সন্ত্রাস চালায় যে প্রার্থীরা বাড়ি থেকে বের হতে পারেননি। একই অবস্থা কান্দি মহকুমা জুড়ে। শাসকদল আশ্রিত গুন্ডারা এসডিও বা বিডিও অফিসের ধারেকাছে যেতে দেয়নি প্রার্থীদের। এই জেলার সর্বত্র দলের প্রার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শাসক দলের সশস্ত্র বাহিনী সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, হুমকি দিয়েছে, চড়াও হয়ে মারধর করেছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ঃ ৬ এপ্রিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডায়মন্ড হারবার এসডিও অফিসে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা জেলা পরিষদে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে তৃণমূল সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়ার নেতৃত্বে সশস্ত্র তৃণমূল বাহিনী পুলিশের সামনেই তাদের উপর হামলা চালায়। মথুরাপুর কেন্দ্রের জেলা পরিষদ প্রার্থী শিক্ষক লক্ষ্মণচন্দ্র মণ্ডল, মন্দিরবাজার কেন্দ্রের প্রার্থী অরবিন্দ প্রামাণিক সহ পাঁচজন গুরুতর আহত হন। অরবিন্দ প্রামাণিককে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। জেলাপরিষদে কুলপি কেন্দ্রের প্রার্থী গোলক মণ্ডলকে তৃণমূল বাহিনী জোর করে তুলে নিয়ে যায়। ৭ এপ্রিল এসডিও অফিস চত্বরেই দলের ডায়মন্ডহারবার লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড গৌতম মণ্ডলকে ব্যাপক মারধোর করা হয়। পুলিশের উপস্থিতিতেই ডায়মন্ডহারবার কোর্ট ও প্রশাসনিক সমস্ত ভবনের দখল তৃণমূল বাহিনীর হাতে চলে যায়। বজবজ-২ ব্লক সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে রাখে তৃণমূল দুষ্কৃতী বাহিনী। প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য বাসুদেব কাবড়িকে ব্লক অফিসের মধ্যেই হেনস্থা করে তারা। ৭ এপ্রিল নোদাখালি থানার আইসির কাছে দলের লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে এ নিয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করা হলে তিনি বলেন আমার হাত পা বাঁধা, কিছু করা যাবে না। ৯ এপ্রিল জেলার প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টার কলকাতার আলিপুরে প্রচুর পুলিশের উপস্থিতিতেই তৃণমূল যথেচ্ছ তাণ্ডব চালিয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ ৬ এপ্রিল পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের মনোহরপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীরা আক্রান্ত হন বিডিও অফিসের মধ্যেই। টাকা জমা দিয়ে ডিসিআর কাটার পরেও তাঁদের সব কাগজ ছিঁড়ে দেওয়া হয়। ৩ এপ্রিল পিংলা ব্লক অফিসে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের উপর আক্রমণ হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ হলদিয়া এসডিও অফিসে নন্দীগ্রাম জমিরক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা নন্দ পাত্রকে লাঞ্ছনা করা হয়। ৬ এপ্রিল পাঁশকুড়া ব্লক অফিসে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা লাঠি-রড নিয়ে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের উপর আক্রমণ চালায়। বেশ কয়েকজন কর্মী জখম হন। ৯ এপ্রিল তমলুকে এসডিও অফিসের সামনেই বাঁশ নিয়ে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের আক্রমণ করে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। বিলাস বেরা, প্রতিমা অধিকারী গুরুতরভাবে আহত হন।

উত্তর চব্বিশ পরগণা ঃ সন্দেশখালিতে জেলা পরিষদ প্রার্থী হিসাবে ৫ এপ্রিল তন্ময় বাসুকী মনোনয়ন জমা দেন। পরদিন তৃণমূলের প্রায় ৪০ জনের সশস্ত্র বাহিনী তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে এবং তাঁকে তৃণমূলের কালীনগর বাজার অফিসে তুলে নিয়ে যায়। তাঁর বাড়ির মহিলারা বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন।

নদীয়া ঃ ২ এপ্রিল নদীয়ার হরিণঘাটায় বাধা দেওয়া হয় এসইউসিআই (সি) প্রার্থীদের। ৯ এপ্রিল মহিষবাথানে করিমপুর-২ ব্লক অফিসে দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে শাসক দলের দুষ্কৃতীরা তাঁদের উপর চড়াও হয়ে মারধর করে ও মনোনয়নপত্র ছিঁড়ে দেয়। চাপড়া ব্লকে চরম সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এস ইউ সি আই (সি)-র কাউকেই মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেয়নি।

সাধারণ মানুষের প্রশ্ন এই প্রবল সন্ত্রাস চালিয়ে তৃণমূল যে নজির সৃষ্টি করছে, তার পরবর্তী ফল কী? এ রাজ্যে বড় বিরোধী বলে পরিচিত সিপিএম তার পায়ের তলায় জমি হারিয়েছে। কংগ্রেসের অবস্থা আরও সঙ্গীন। সংবাদ মাধ্যমের প্রচারে বিজেপির ফানুস যত ফুলে ফেঁপে উঠুক না কেন, সংগঠনের জোর তার ধারে কাছে নেই। পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে, সশস্ত্র ভৈরব বাহিনীর বেপারোয়া আক্রমণে বিরোধীদের মনোনয়ন জমা দিতে না দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বহু আসনে তৃণমূল জিতে গেছে। লোভ দেখিয়ে কিছু বেকার যুবককে তৃণমূল নেতারা মস্তানির কাজে নামিয়েছেন। পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই যেহেতু নানা সুবিধা বিতরণ হয়, নানা কাজের টাকা খরচ হয়, সেইসব সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে আগামী লোকসভা বিধানসভা নির্বাচনে গ্রামীণ ভোটব্যাঙ্ককে ধরে রাখার হিসাবও তারা কষেছে। কিন্তু তার জন্য যে মারাত্মক পথ তৃণমূল নিয়েছে তা কি এখানেই আটকে থাকবে? সরকারি প্রকল্পের চুরির ভাগ, ১০০ দিনের কাজের মেরে দেওয়া মজুরির ভাগ, তোলার ভাগ, নানা সুবিধার ভাগ নিয়ে এখনই তৃণমূলের মধ্যেই খেয়োখেয়ির রাজনীতিতে রক্ত ঝরছে, প্রাণ যাচ্ছে। এরপর আজ না হয় কাল, না হয় কিছু দিন বাদে, জমানা বদলালে এই সন্ত্রাস আরও ভয়াবহ রূপ নিয়ে তাদের দলের দিকেই ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে। আরও রক্ত ঝরবে, আরও অসংখ্য মানুষ এই খেয়োখেয়িতে প্রাণ দেবেন।

দুঃখের হলেও সত্য তৃণমূল আজ যে অবাধ সন্ত্রাস চালাতে পারল তার জমি তৈরি হয়েছে সিপিএম নেতৃত্বের বামপন্থা বিসর্জন দিয়ে যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা ধরে রাখার রাজনীতির মধ্য দিয়েই। তাঁদের অবাম রাজনীতি বামপন্থাকে দুর্বল করায় দক্ষিণপন্থার উত্থানের সুযোগ ঘটেছে। পঞ্চায়েত আইনে আগে ছিল নির্বাচনের সময় পুলিশ-প্রশাসন পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। প্রশাসনকে ব্যবহার করে ভোটে জেতার বাসনায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সিপিএম নেতৃত্ব নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা খর্ব করে আইন এমনভাবে পরিবর্তন করে যাতে, রাজ্য সরকারই নির্বাচনের সময় প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সিপিএম নেতৃত্বের কৃতকর্মের জন্যই তৃণমূল এই আইনের সুযোগ নিয়েই প্রশাসনকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পেরেছে।

যে কোনও বুর্জোয়া শাসক দলই তাদের জনবিরোধী কাজের

সাতের পাতায় দেখুন

কর্মসংস্থানে ডাহা ফেল মোদি সরকার

খালি পদ দশটা। আবেদনপত্র জমা পড়েছে কুড়ি লক্ষ। এসব খবর ভারতবর্ষে জলভাত হয়ে গেছে। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিওন পদের জন্য পিএইচডি, এমটেক ডিগ্রিধারীদের আবেদন করার কথা প্রকাশ পেয়েছে। দেশে এত উন্নয়ন হয়েছে এবং হয়ে চলেছে যে মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ যা-হোক একটা কাজ পাওয়ার জন্য মরিয়া।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আই এল ও) উদ্যোগে কর্মসংস্থান বিষয়ে বিশ্বজুড়ে নিয়মিত সমীক্ষা করা হয়। গত জানুয়ারি মাসে তেমনই এক সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, যা ভারতের ক্রমবর্ধমান ভয়ঙ্কর বেকারিচিত্রকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। সমীক্ষাটি নানা স্তরের নানা খুঁটিনাটি তথ্য দিয়ে দেখিয়েছে ভারতে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা লাগাতার কী ভাবে বেড়ে চলেছে। নথি বলছে ভারতে প্রতি বছর গড়ে ২ কোটি করে নতুন বেকার সৃষ্টি হয়।

খেয়াল করলেই দেখা যায়, রাজ্যে রাজ্যে এবং কেন্দ্রেও মাঝে মাঝেই সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা ক্যামেরার সামনে বিবৃতি দেন, দাবি করেন— তাঁরা এত লক্ষ কর্মসংস্থান করেছেন, তাঁদের আমলে এত হাজার কোটি টাকা শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং তারপরেই তাঁদের বক্তব্য, আবার যদি ভোটে জিতিয়ে আমাদের ক্ষমতায় আনেন, আরও চাকরি হবে, আরও বিনিয়োগ হবে। যেমন ২০১৪ সালে হাজার হাজার কোটি টাকা ঢেলে বিজেপি নির্বাচনের ময়দান গরম করেছিল। নিশ্চয়ই মনে আছে নরেন্দ্র মোদির সেই টানটান অভিনয়, যেখানে তাঁর সংলাপ ছিল, "পঞ্চাশোর্ধ্বদের জন্য খুব বেশি কিছু করতে পারব না। কিন্তু যারা কুড়ির ঘরে পা দিয়েছে এবং কাজ খুঁজছে, তাদের জীবন বদলে দিতে চাই।" তিনি খুব জোর গলায় বলে বেড়িয়েছিলেন, যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে তাহলে প্রতি বছর দু'কোটি করে বেকারের কর্মসংস্থান করা হবে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের প্রায় ৪ বছর হতে চলল, অর্থাৎ, ৮ কোটি বেকারের কর্মসংস্থান হওয়ার কথা। গোঁজামিল দিয়েও খুব বেশি হলে ৬-৭ লক্ষ নতুন চাকরি দেওয়ার দাবি তারা করতে পারে। কিন্তু গত ৪ বছরে নতুন করে কর্মহীন হয়েছেন কত মানুষ? গড় হিসাবে কম পক্ষে দুই থেকে আড়াই কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এর মধ্যে একটা বড় অংশ গুজরাটের, যে গুজরাটকে বিজেপি একসময় উন্নয়নের মডেল হিসাবে তুলে ধরেছিল।

বস্ত্র, ধাতু, অটোমোবাইল, রাসায়নিক সমস্ত বৃহৎ শিল্পই মরণাপন্ন নরেন্দ্র মোদির সাধের গুজরাটে। এই শিল্পক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করত যে অসংখ্য ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান, স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলোও মরতে বসেছে। বছর পাঁচেক আগেও সুরাটে বস্ত্রশিল্পের প্রায় দশ হাজার কোম্পানি ছিল যা কমতে কমতে এখন দু'হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্জাব, ওড়িশা, তামিলনাড়ু সর্বত্রই কমবেশি একই ছবি। যে আইটি শিল্প নিয়ে উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের তরুণদের একাংশের মধ্যে অনেক প্রত্যাশা ছিল, সেখানেও আজ ভয়াবহ অবস্থা। ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একটা খবর অনেককেই চমকে দিয়েছিল। খবরটি 'ডেভেলপড স্টেট' বলে পরিচিত চেন্নাইয়ের। হেডিং ছিল, 'নব্বই শতাংশ আইটি কোম্পানিতে তালা, অধিকাংশ কারখানা বন্ধ'।

২০১৫ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, দেশে একশোটা 'স্মার্ট সিটি' তৈরি করা হবে। এতে দেশটাকেও সুন্দর দেখাবে আর প্রচুর কর্মসংস্থানও হবে। ছ'বছরের এই প্রকল্পের জন্য সরকারি বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৪ লক্ষ কোটি টাকা। তারপর থেকে তিন বছর হতে চলল, এখনও পাঁচ শতাংশ কাজও হয়নি। এমনকী সেই কাজের ফলে ক'জন কোথায় ক'দিনের জন্য কাজ পেয়েছেন তারও কোনও হিসাব নেই। প্রধানমন্ত্রী ওই সময়ই আরও বলেছিলেন যে, 'কর্মসংস্থান হচ্ছে না কারণ দেশের ছেলেমেয়েদের কর্মদক্ষতা নেই।' প্রশ্ন ওঠে, তাহলে হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার, টেকনোলজিস্ট বেকার কেন? আমরা তখনই বলেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই কথার মধ্যে কোনও সত্যতা নেই। এই দক্ষতার যুক্তি দেশে বহুকাল ধরেই চলছে এবং সেই অজুহাতে সরকারি কোষাগারের লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে বহু প্রকল্পও ঘোষিত হয়েছে। এরকম যত প্রকল্প আনা হয়েছে তার ফল হয়েছে একটাই— বছর বছর 'প্রশিক্ষিত' বেকার সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি। এই কারণেই দেখা যায়, 'প্রশিক্ষিত'রা যোগ্য কাজ না পেয়ে বাধ্য হয়ে এমনকী গ্রুপ-ডি পদের জন্যও আবেদন করে চলেছেন।

এতদসত্ত্বেও, ২০১৫ সালের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও আবার নতুন করে ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করলেন 'স্কিল ইন্ডিয়া' প্রকল্প। সরকারি কোষাগার থেকে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। রাতারাতি এখানে সেখানে আবারও কিছু তথাকথিত ট্রেনিং সেন্টার খোলা হল। আবারও বহু ছেলেমেয়ে ছুটে গেল, যা-হোক তা-হোক কিছু ট্রেনিং পেল। কিন্তু তারপর? ট্রেনিংপ্রাপ্ত কত জন স্থায়ী কাজ পেয়েছে? কোথাও এর কোনও তথ্য সম্ভবত পাওয়া যাবে না! ওই বছরই স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী খুব জমকালো কায়দায় ঘোষণা করেছিলেন 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের। বলেছিলেন, এতে উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। প্রথম বছরেই সরকারি কোষাগার থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এই প্রকল্পে। কিন্তু কত জনের চাকরি হল? ১১ জুন ২০১৭, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, 'মেক ইন ইন্ডিয়া আদতে একটি ফাঁপা বুলি মাত্র। যার ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনও অগ্রগতিই ঘটেনি বরং ক্ষেত্রটি ক্রমশ দুর্বলতর হয়েছে।' ফলে চাকরির রাস্তা যে খোলেনি তা বলাই বাহুল্য।

২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন 'স্টার্ট আপ' প্রকল্প। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা নিয়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে দিতে বলেছিলেন যাতে তারা বেকারদের ব্যবসার জন্য ঋণ দিতে পারে। এর পর দু-দুটো বছর কেটে গেছে, দশ শতাংশ টাকাও ব্যাঙ্ক থেকে বেরোয়নি। উল্টে যে ক'জন ছোটখাট চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করবে বলে ঋণ নিয়েছিল, দেখা গেল তারা বড় পুঁজির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে কিছুদিনের মধ্যেই বেকারে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, কর্মসংস্থান তো হলই না বরং নতুন করে বেকার বাড়ল। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে রাজ্যসভায় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৬ লক্ষ কেন্দ্রীয় কর্মপদ খালি পড়ে রয়েছে। এগুলিতে নিয়োগ হচ্ছে না। দেশের তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে দেওয়ার ন্যূনতম সদিচ্ছা যদি বিজেপি সরকারের থাকত, তাহলে এই পদগুলো কি বছরের পর বছর খালি পড়ে থাকত?

কেন বিজেপি সরকার এই পদগুলিতে নিয়োগের অনুমতি দিচ্ছে না? দিলে তো তার জনপ্রিয়তা বাড়ত। আরও ভোট পেত। তাহলে দিচ্ছে না কেন?

এই বিষয়টাই খুব স্পষ্ট করে বোঝা প্রয়োজন। এই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ানো দরকার যে, বিজেপির জায়গায় কংগ্রেস বা অন্য যে-ই থাকুক, কেউই চাকরি দিতে পারবে না, পারবে শুধু চাকরির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে। কারণ, কোনও দেশের জনগণের কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়াটা কোনও সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সেই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর। বর্তমানে আমাদের দেশে যে ব্যবস্থাটি চলছে সেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কী উৎপাদন হবে, কতটা উৎপাদন হবে তা নির্ভর করে মালিকের লাভ-লোকসানের হিসাবের উপর। লাভ না হলে মালিকরা উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, অর্থাৎ কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। তাতে শ্রমিক মরলেও মালিক নির্বিকার।

শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ মুনাফা লুটের নেশায় পুঁজিপতি শ্রেণি কংগ্রেস-বিজেপির মতো পেটোয়া দলগুলিকে সরকারে বসিয়ে দেশের মেহনতি জনতাকে লাগাতার শোষণ করে চলেছে। সেই শোষণের ফলেই ৮০ শতাংশ মানুষ হতদরিদ্র, তাদের কেনার ক্ষমতা নেই। সে জন্যই বাজারে বিক্রি কম। শিল্পপতিরা একের পর এক কল-কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। দেশে এই মুহূর্তে আনুমানিক ৩ লক্ষ কল-কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। এগুলি খুলছে না কেন? কারণ খোলার কোনও উপায় নেই। কারণ, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে না, মজুত করে রাখতে হচ্ছে, লাভ ঘরে ঢুকতে অনেক দেরি হচ্ছে, লাভের মাত্রাও কমে যাচ্ছে। ফলে, সাধারণ জনজীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ক্ষেত্র ছেড়ে শিল্পপতিরা দেশের অতি ক্ষুদ্র আপাত সচ্ছল মানুষের অপরিহার্য পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাপক ভাবে প্রবেশ করছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে হাসপাতাল-নার্সিংহোম নিয়ে ব্যবসা শিল্পপতিদের আজ সবচেয়ে পছন্দের। এখানে প্রায় অগ্রিম নগদলাভ, তাও সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। সে জন্যই শিল্পপতিরা এই ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ করে চড়া নগদ মুনাফা লুটছে এবং তথাকথিত নির্বাচিত সমস্ত সরকারগুলি তাদের রাজনৈতিক ম্যানেজারের কাজ করছে।

অন্যদিকে, ফি বছর যে শ'য়ে শ'য়ে কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেগুলিতে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের পরিণতি কী হচ্ছে? কোটি কোটি সাধারণ মানুষ কর্মচ্যুত হয়ে কাজের সন্ধানে রাজ্যে রাজ্যে দেশ দেশান্তরে ঘুরে ঘুরে মরছে। খিদের জ্বালায় সপরিবারে আত্মহত্যা করছে। সন্তানকে বাঁচাতে পারবে না বুঝতে পেরে দু-পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে ক্ষুধার্ত বাবা-মা। অসংখ্য মা-বোন দারিদ্রের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে এমনকী দেহ বিক্রির মর্যাদাহীন জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। আর, সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা, যারা জনগণের সেবা করার জন্য ভোট চায়, ভোটের জন্য মানুষে মানুষে দাঙ্গা লাগায়, তারা নির্বিকারে লাগাতার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ইত্যাদি নিয়ে ডাহা মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষকে ঠকাচ্ছে।

এই অসহনীয় পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই ফুঁসে উঠছে মানুষ। স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ-বিক্ষোভ ফেটেও পড়ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। শাসকরা কৌশলে এই ক্ষোভ-বিক্ষোভ জ্বালা যন্ত্রণা চাপা দিতে চায় ভোটের দামামার বিকট আওয়াজের নিচে। কিন্তু তাদের এই কৌশলে ভুললে কি বেকারদের কাজ জুটবে? শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার ভোটবাজ সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলির সামনে প্রশ্ন তুলতে হবে— কেন সব থাকা সত্ত্বেও সুজলা-সুফলা এই দেশের মানুষ না খেয়ে মরে? কী করে গুটিকয় লোক দেশের সমস্ত সম্পদের দখলদারি নিয়ে মালিক হয়ে বসে থাকে? যে সরকারই আসুক, কেন তারা শুধু মালিকদের হয়েই কাজ করে? এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে, ভোট দিয়ে নয়, সরকার বদলে নয়, সমস্যার সমাধান করতে হলে চাই এই শোষণমূলক ব্যবস্থাটারই আমূল পরিবর্তন। শ্রমসৃষ্ট সম্পদের উপর ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা ধ্বংস হলে তবেই সকলের জন্য খুলে যাবে সুস্থ জীবনযাপনের রাস্তা।

আজ প্রতীক্ষা শুধু চেতনার এই সঠিক চাবিকাঠিটির, যা ক্ষোভের বারুদের পাহাড়ে একদিন আগুন ছুঁইয়ে নিয়ে আসবে নতুন দিন।

এসইউসিআই(সি) প্রার্থীরা আক্রান্ত

ছয়ের পাতার পর

পরিণামে শেষ পর্যন্ত জনগণের উপর আস্থা রাখতে পারে না। জনগণকে ভয় পায়। তৃণমূল কংগ্রেসও জনগণকে ভয় পাচ্ছে। কারণ তারা ভাল করেই জানে 'উন্নয়ন' নেতাদের বাণীতে আছে। তা রাস্তাতে গড়াগড়ি খায় না। উন্নয়ন বাস্তবে হলে মানুষের জীবনের তার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। আজ তাদের শাসনে সেই ছাপ দূরের কথা রিক্ত-নিঃস্ব মানুষ প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে, কোথায় উন্নয়ন? কোথায় কাজ, কোথায় গ্রামের উন্নতি? গ্রামের মানুষের কাজ নেই। একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে চলছে সীমাহীন দুর্নীতি। চাষির ফসলের ন্যায্য দামের জন্য সরকার কিছুই করেনি। তৃণমূল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনবে, কিন্তু আজও এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়নি। সিপিএম জমানার মতোই বিদ্যুতের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সমস্ত গ্রামে আজও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। গ্রামীণ এলাকার রাস্তাঘাট, পানীয়জল, গ্রামীণ এলাকার চিকিৎসা সমস্যার এতটুকু সুরাহা হয়নি। আর মানুষ চোখের সামনে দেখছে তৃণমূল নেতাদের লুঠতরাজ। তারা প্রশ্ন তুলছে। এই সব প্রশ্নকেই ভয় পাচ্ছে তৃণমূল। তাই এতটুকু ঝুঁকি না নিয়ে ভোটটাই করতে দিতে রাজি নয় তারা।

কংগ্রেস-সিপিএম জমানার যে অভিশপ্ত দিনগুলির পরিবর্তনের আশা করে মানুষ তৃণমূলকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল, বিগত সাত বছরে সেই আশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এস ইউ সি আই (সি) বারবার এই সত্যকে তুলে ধরেছে যে, ভোটের বাজারে নানা রঙের দল দেখে ভুললে সর্বনাশ হবে সাধারণ মানুষেরই। ভোটে পছন্দমতো প্রার্থীকে বাছতে পারার মতো অতি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার হোক, খেয়ে-পরে সুষ্ঠুভাবে বাঁচার অধিকারই হোক বা তা অর্জন করার একটাই পথ— গণআন্দোলন। ভোটকে সুস্থভাবে করাতে গেলেও এ ছাড়া পথ নেই।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

শিক্ষার দাবিতে দিল্লিতে শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনগুলির যৌথ মিছিল

জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশনের ডাকে ৩ এপ্রিল দিল্লিতে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষাক্ষেত্রে জনবিরোধী পদক্ষেপ যেমন, শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, গৈরিকীকরণ, স্বাধিকার হরণ, আর্থিক অনুদান হ্রাস, সিবিসিএসের নামে সর্বাঙ্গীন শিক্ষার পথে বাধাদান, সাম্প্রতিক ঘোষিত গ্রেডেড অটোনমির নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বশাসনের উপর হস্তক্ষেপ, পাশ-ফেল তুলে দেওয়া প্রভৃতির বিরুদ্ধেএই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

সর্বভারতীয় শিক্ষক সংগঠন অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স অর্গানাইজেশনের (এআইফুকটো) উদ্যোগে গঠিত ওই ফোরামে যোগ দেয় অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি, ফেডকুটা, আবুটা, ডুটা, এসটিইএ, এআইডিএসও, এআইএসএফ প্রভৃতি সংগঠন। মিছিল বরখাম্বা রোড, টলস্টয় মার্গ, জনপথ হয়ে পার্লামেন্ট স্ট্রিটে পৌঁছালে পুলিশ আটকায় এবং সেখানে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন এআইফুকটোর সম্পাদক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষে অধ্যাপক নরেন্দ্র শর্মা, আবুটার পক্ষে সভাপতি অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর, এআইডিএসও-র পক্ষে প্রশান্ত কুমার প্রমুখ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(সি)-র দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রাণ শর্মা। সিপিআই ও সিপিএম দলের নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। সভার শেষে উদ্যোক্তা সংগঠনগুলির এক বৈঠকে এই আন্দোলনকে আরও সংগঠিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

সম্প্রীতির মিছিল কলকাতায়

সাম্প্রদায়িক হানাহানির ঘৃণ্য রাজনীতির প্রতিবাদে ৮ এপ্রিল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের আহ্বানে ধর্মতলা থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত মিছিলের একাংশ। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সহ সিপিএম, সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, সিপিআইএমএল-লিবারেশন এর নেতৃবন্দও এই মিছিলে অংশ নেন।

সমস্ত প্রশিক্ষিত নার্সকে সরকারি হাসপাতালে নিয়োগের দাবি নার্সেস ইউনিটির

৪ এপ্রিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে নার্সেস ইউনিটি আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বীরভূম জেলার মুরারইয়ের রাজগ্রাম উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্তব্যরত নার্সের উপর জঘন্য আক্রমণের ঘটনা তুলে ধরে অবিলম্বে দোষীর শাস্তি ও নার্সদের কাজের সঠিক পরিবেশ-পরিকাঠামোর দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, হাসপাতালে নার্সের অভাবে রোগী পরিষেবা চূড়ান্ত সংকটে পড়েছে। অথচ সাড়ে ছয় হাজার প্রশিক্ষিত নার্স নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেও এই বছর ৯ মার্চ মাত্র ২, ৮৯৫ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট পদগুলিতে নিয়োগের দাবিতে ২১ মার্চ নার্সেস ইউনিটি স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে বিক্ষোভ দেখায়। নেত্রীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি দাবি সঠিক বলে মেনে নেন। কিন্তু সরকার রিজার্ভড-আনরিজার্ভড পোস্টের মিথ্যা অজুহাতে হাজার হাজার প্রশিক্ষিত নার্সের চাকরির দাবি অস্বীকার করেছেন। এই কারণ দেখিয়ে জি এন এম এবং বি এস সি নার্সিং কাউন্সিলের পরীক্ষায় ৮৫ শতাংশ নম্বর পেলেও চাকরি দেওয়া হয়নি। অথচ অনেক কম নম্বর প্রাপ্তদের পিছনের দরজা দিয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। নেত্রীবৃন্দ পি এইচ এন, বি পি এইচ এন পদ অবলুপ্তির বিরোধিতা করেন। অবিলম্বে সমস্ত প্রশিক্ষিত নার্সের সরকারি চাকরির দাবি জানিয়েছে নার্সেস ইউনিটি।

ত্রিপুরায় রেজাল্ট কেলেঙ্কারি ঃ আন্দোলনে ডি এস ও

ত্রিপুরায় এম বি বি ইউনিভার্সিটি (স্টেট ইউনিভার্সিটি) কর্তৃপক্ষ বি বি এম এবং এম বি বি কলেজের প্রথম বর্ষের রেজাল্ট প্রকাশ করলে দেখা যায়— সমস্ত ক্ষেত্রে অসংখ্য ভুল। এর বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীরা প্রবল বিক্ষোভ দেখান। পরিকাঠামোহীন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমেস্টার প্রথা চালু করার ফলেই এই বিপর্যয় ঘটেছে। এআইডিএসও ৪ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেছে, ত্রিপুরার ২২ টি ডিগ্রি কলেজের কোনওটিতেই উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। যোগ্য শিক্ষকের চূড়ান্ত অভাব চলছে। কোথাও সেমেস্টারের পুরো সিলেবাস শেষ করা হয় না। এই পরিস্থিতিতে রেজাল্ট বিপর্যয় প্রতি বছরের ঘটনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যার ফল ভোগ করছে ছাত্ররা। সংগঠন দাবি করেছে সেমেস্টার প্রথা বাতিল করতে হবে, কলেজে শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের নতুন করে নির্ভুল রেজাল্ট দিতে হবে।

সুন্দরগড়ে যুব বিক্ষোভ

ওড়িশার এআইডিওয়াইও সুন্দরগড় জেলা কমিটি ৫ এপ্রিল রৌরকেলায় উপ জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে ১২ দফা দাবিপত্র পেশ করে। সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড বিষ্ণু পণ্ডা, সম্পাদক কমরেড শেখ ইসলাম, জাস্টিন লুগুন, গুরুমোহন সিং, গণেশ বেহেরা, অনিল কুজুর, আলেক্সিস হরো, অলক বেহেরা, বিজয় সাহু, মমতা মহানন্দার নেতৃত্বে একটি মিছিল জেলাশাসক দপ্তরে যায় এবং সেখানে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

উচ্চমাধ্যমিকে উর্দুতে প্রশ্নপত্রের দাবিতে কনভেনশন

উচ্চ মাধ্যমিকে বাংলাভাষী ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজির সাথে মাতৃভাষায় প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়, নেপালীভাষী ছাত্রছাত্রীদের জন্যও এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ছাত্র সংঘর্ষ কমিটির আন্দোলনের ফলে হিন্দিভাষী ছাত্রছাত্রীদের জন্যও এ বছর থেকে সেই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কিন্তু উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রীরা এই গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ স্ট্রাগল কমিটি লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

১ এপ্রিল কলকাতার প্রেসিডেন্সি স্কুলে উর্দুভাষায় প্রশ্নপত্র সহ অন্যান্য দাবিতে অনুষ্ঠিত হল শিক্ষা কনভেনশন। দেড় শতাধিক ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষকের এই কনভেনশনে উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রীদের বহু সমস্যার কথা উঠে আসে। সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি আয়সানুল হক। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষাবিদ জনাব কায়সার শামিম, অধ্যাপক সুলেমান খুরশিদ, অধ্যাপিকা শাহনাজ নবি এবং শিক্ষা আন্দোলনের নেতা জুবেইর রব্বানি। আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করতে সুব্রত দাসকে সভাপতি, ছাত্রনেতা সামসুল আলমকে সম্পাদক, গোলাম ওয়ারিশকে সহ-সম্পাদক এবং মিজানুর রহমানকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩৫ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com